Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কথা

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুকুমার সেন
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.2
Pages	22-24
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ

পি. আর. বড়ুয়া

বিভিন্ন পণ্ডিতমহলে এই এক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে মালুঙ্ক্য-পুত্রের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে নীরবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, অনেকে মূলসূত্রটি না দেখেও এইরূপ মন্তব্য করেন। পালি ত্রিপিটকের মজ্ঝিম-নিকায়ের[১] দ্বিতীয় ভাগে সূত্রটি বিদ্যমান এবং দশ অব্যাকৃত বস্তুই সূত্রটীর প্রতিপাদ্য বিষয়। দশ অব্যাকৃতবস্তু (অব্যাকৃতবস্তুনি) নিম্নরূপ : ১. জগৎ শাশ্বত কি ? ২. জগৎ অশাশ্বত কি ? ৩. জগৎ অন্তবান কি ? ৪. জগৎ অনন্ত কি ? ৫. জীব ও শরীর কি এক ? ৬. জীব ও শরীর কি ভিন্ন ? ৭. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন কি ? ৮. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না কি ? ৯. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন আবার নাও থাকেন তা' নয় কি ? ১০. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার নাও থাকেন না তা' নয় কি ?—এই দশটী প্রশ্নকে অনায়াসে তিনটী প্রশ্নে আনা যায়, যথা—(১) পৃথিবী সান্ত কি অনন্ত ? (২) দেহ ও আত্মা এক কি ভিন্ন ? (৩) মৃত্যুর পর মুক্ত পুরুষের গতি কোথায় হয় ?

এখানে প্রথম চারটী প্রশ্ন জগৎ সম্বন্ধে উক্ত। জগৎ সম্পর্কে আলোচনাকে বুদ্ধ অবান্তর মনে করতেন। এইজন্য তিনি অধিবিদ্যক বা Metaphysical প্রশ্নে বেশী প্রবেশ করতে চাইতেন না। কেননা, ইহা অচিন্ত্য, চিন্তা করলে উন্মাদেরও বিঘাতের ভাগী হতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্ন জীব ও শরীর বা দেহ ও আত্মা সম্পর্কিত। আত্মবাদ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, অনাত্মবাদই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়, বুদ্ধ নিজেও অনাত্মবাদী, এই বিষয়ে মজ্ঝিম নিকায়ে[২] ভগবান বুদ্ধ বলেছেন : "এই যে আমার আত্মা অনুভবকর্তা অনুভবের বিষয় হয় এবং সেই সেই স্থানে স্বীয় ভালমন্দ বিষয়কে অনুভব করে, আমার সেই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, অনন্তবর্ষব্যাপী একইরূপে অবস্থিত

থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম, মূর্খ বিশ্বাস মাত্র।" পরবর্তী চার প্রশ্ন মুক্তপুরুষের গতি বা নির্বাণের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত। সাধকের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা ও তৃষ্ণাদি বিদূরিত হয়ে ক্লেশের নির্বাণ হয়। ইহা সউপাধিশেষ নির্বাণ। দেহের অবসানে তাঁরা অনুপাধিশেষ নির্বাণ লাভ করেন। দীপ নির্বাপিত হলে যেমন কোনদিকে গেল তা নির্ণয় করা যায় না তদ্রূপ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হন।

বুদ্ধ এই দশ বিষয় অব্যাকৃত রাখার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন: "মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা অর্থসংহিত নহে; আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক নহে, অসংখত নির্বাণ ধাতু উপলব্ধির নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না। এই কারণেই আমি ইহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছি।" বস্তুতঃ যে সকল বিষয় আলোচনা করলে আত্মোন্নতি বা পরহিতের সম্ভাবনা নাই, সেই সকল বিষয় ভগবান বুদ্ধ নিরর্থক মনে করতেন। এই কারণে এই প্রশ্নগুলিকে অব্যাকৃত রাখা হয়েছে। এখানে এইটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই দশ অব্যাকৃত বিষয়ের সহিত ঈশ্বরবাদের কোন সম্পর্ক নেই। মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নে ঈশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাবার আরও একটা কারণ ছিল এই যে, বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ঈশ্বর কর্তৃত্ববাদ দার্শনিকদের আলোচ্য বিষয় ছিল না। শান্তিনিকেতনের চীনাভবনের অধ্যাপক আয়স্বামী শাস্ত্রীর কথায় বলতে গেলে[৩]:

> We should not forget what the Buddha's invaluable contribution to Indian thought was. In the scheme of his religious order, he laid the greatest stress on the fact that one should always train one's mind and body in strict accordance with certain ethical standards called *Sila*. In the Upanishadas we find little about ethics. Indeed, the ethics we come accross in some of the passages is overshadowed by overstressed enquiries about the Soul and the Brahman and allied subjects.

যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষ ক্রমশঃ আত্মমুক্তির দিকে ধাবিত হতে সক্ষম হয় তাহাই শীল। এই শীল পালন না করলে কেউ প্রকৃত বৌদ্ধ হতে পারে না। গঙ্গা, যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদীর জল মানুষের মনের পাপ বিধৌত করতে পারে না। শীতল জলীয় বাতাস, রক্তচন্দন, মণিমাণিক্য, চন্দ্রের কিরণ মানুষের মনের দুঃখ দূর করতে পারে না। একমাত্র শীলই মনের দুঃখজ্বালা ও মনের পাপ দূরীভুত করতে পারে। শীলের গন্ধ বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়।

শীল স্বর্গারোহণের সোপান ও নির্বাণ লাভের দ্বারস্বরূপ। শীল আত্মবাদাদি ভয় ও আশঙ্কা দূর করে, শীলবানের যশঃ, আনন্দ ও শান্তি বর্দ্ধন করে।[৪] সোজা কথায় শীল হলো "a means to an end, but the means is more important than the end." সাধ্য থেকে সাধনপন্থার গুরুত্ব অনেক বেশী।

প্রায় দুই শতেরও অধিক উপনিষৎ আছে তন্মধ্যে মুক্তিকা উপনিষদে প্রথম দশটীকে অতি প্রাচীন উপনিষদের তালিকায় ধরা হয়েছে।[৫] এই প্রথম দশটি উপনিষদের তালিকায় আমরা দেখতে পাই আত্মার প্রশ্নই সবচাইতে বড় এবং তাতে পরমব্রহ্মের সহিত আত্মার মিলনের কথাই বার বার ব্যক্ত করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৬] আত্মাকে তৃণজলৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন জোঁক এক তৃণ থেকে শরীর গুটিয়ে অন্য তৃণে গমন করে, তদ্রূপ আত্মা যা' অবিনশ্বর ও শাশ্বত তা' এক দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে। ভগবদ্‌গীতায় এর তুলনা আরও বিস্তৃত। গীতায় আত্মাকে বলা হয়েছে,

> বাসাংসী জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোহ পরাণি,
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।[৭]

অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবাত্মাও দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন—পিতা পুত্রকে ভালবাসে, কেননা পুত্রের মধ্যে আত্মা আছে। তদ্রূপ স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে বা স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে এই আত্মার অস্তিত্বের জন্যই।[৮] "Wife is dear, because the self is dear ; A husband is dear, because the self is dear." এই জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষায় মুক্তি অর্থে আত্মানং বিদ্ধি (to know the self)।

এই আত্মা যখন পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়, তখনই পরিপূর্ণ মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। তার পূর্বে আত্মা বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে যতদিন না ইহার মুক্তিলাভ ঘটে। বুদ্ধের দ্বিতীয় ধর্ম দেশনা হলো অনত্তলক্‌খন—সুতন্ত "The sermon on the marks of no—soul."[৯] এই সূত্রে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে পঞ্চ স্কন্ধগুলি আত্মা নয়। দার্শনিক G. A. Symonds-এর নিম্নোক্ত গাথানিচয় এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

'Tis self whereby we suffer. 'Tis the greed
To grasp, the hunger to assimilate
All that earth holds of fair and delicate,
The lust to blend wtih beauteous lives, to feed
And take our fill of lovliness, which breed
This anguish of the Soul intemperate.
'Tis self that turns to harm and poisonous hate
The calm, clear life of love that (Arahants) lead.
Oh ! that 't were possible this self to burn
In the pure flame of joy contemplative ;
Then might we love all loveliness, nor yearn ;
With tyrannous longings ; undisturbed might live
Greeting the summer's and the spring's return,
Nor wailing that their joy is fugitive.[১০]

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্গত পালি মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম সূত্র মূলপারিযায বা মূলপর্যায় সূত্র। এই সূত্র পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতকে খণ্ডন করেই বুদ্ধমত স্থাপন করা হয়েছে। মহাভারতের সর্বত্রই বলা হয়েছে যে কাল বিশ্ব-নিয়ন্তা ঃ

কালঃ পচতি ভূতাণি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ স্থংপ্তেযু জাগর্তিত, কালোহই দুরতিক্রমঃ ॥[১১]

কাল সর্বগ্রাসী এবং আত্মগ্রাসীও বটে। কালে কালে মানুষ রূপ যৌবন হারিয়ে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ কালে কালে সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কবির কথায়, "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধনমান"। কিন্তু পালি ত্রিপিটকে আমরা দেখতে পাই—এই শক্তিক্ষয়কর ধারণা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই বৌদ্ধ "কালাতিক্রম্যবাদ" প্রচার করা হয়েছে।[১২] এই মতে, কাল সর্বভুক বটে, কিন্তু এমন কালকে কে জয় করতে পারে ? ত্রিবেদে ইহার কোন সন্ধান মেলে নি। কিন্তু বুদ্ধমতে এটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে চতুরঙ্গ সত্যের সম্যক জ্ঞানলাভ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুধাবন করতঃ যে বুদ্ধশিষ্য বা যে ভিক্ষু অরহত্ব বা নির্বাণ-প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি এই কালকেও জয় করে কালজয়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারেন। নশ্বর জগতে তিনি অবিনশ্বর। তাঁর আর মৃত্যু নাই। সেইজন্যই আমরা দেখতে পাই নির্বাণশয্যায় শায়িত বুদ্ধ শিষ্যদের উপদেশ করে বলে গেছেন ঃ

অপ্পমত্তা সতিমতো সুসীলা হোথ ভিকখবো,
সুসমাহিত সংকপ্প সচিত্তং অনুরক্খথ।
যে ইসাস্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তা বিহেস্সতি,
পহায় জাতিসংসারং দুক্খস্স অন্তং করিস্সতি॥[১৩]

অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান ও শীলসম্পন্ন হও। উত্তমরূপে সমাহিত হয়ে দৃঢ় সংকল্পের সহিত চিত্তের দৃঢ়তা রক্ষা করবে। এই ধর্ম বিনয়ে যিনি অপ্রমত্ত হয়ে বাস করবেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম থেকে অব্যাহতি লাভ করে দুঃখের সমূলে বিনাশ সাধন করতে পারবেন।" বস্তুতঃ দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধ কারও করুণা বা দয়ার উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন বলেছেন এবং এইজন্য ঈশ্বর, আত্মা এবং পরমাত্মা এমন কোন অস্তিত্বের প্রয়োজনও বোধ করেন নি। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ প্রত্যেক মানুষকে আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে এবং আরও শিখিয়েছে প্রত্যেকে স্ব স্ব চেষ্টাতেই দুঃখমুক্তি অর্জন করতে পারে এবং পরম শান্তিপ্রদ নির্বাণ লাভ করতে পারে। পূর্বেই বলেছি সাধ্য থেকে সাধনপন্থার গুরুত্ব অনেক বেশী এবং এইখানেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রণালী থেকে বুদ্ধের নীতির সুস্পষ্ট তারতম্য।

আমরা জানি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। এই যুগ ধর্ম-বিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগ। পালি দীঘ নিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসূত্রে এইরূপ বাষট্টিপ্রকার বিভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। অপর পক্ষে জৈন সূত্রাদিতে এইরূপ ৩৬৩ প্রকার মতের উল্লেখ আছে। সেগুলোকে আবার ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ ভেদে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সামঞ্ঞফলসুত্তে[১৪] তদানীন্তন ছয় জন বিখ্যাত তীর্থিক বা তীর্থঙ্করের উল্লেখ আছে। তাঁরাও ক্রিয়াবাদ, [illegible] দৃষ্টবাদ ও উচ্ছেদবাদ ভেদে চতুর্বিধ। যুগপ্রসিদ্ধ এই ছয় জন তীর্থঙ্কর (পালি তীথিয়া) হলেন পুরাণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিতকেশ কম্বলী, পকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাস্থীপুত্র ও নিগণ্ঠ-নাথপুত্র বা জৈন মহাবীর। ঐ সকল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে জৈন মত ছাড়া অন্য কোন মতের পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নি। ভগবান বুদ্ধও জৈন মহাবীর হলেন ক্রিয়াবাদী যদিও বৌদ্ধ ক্রিয়াবাদ জৈন ক্রিয়াবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

> ... Exhaustion of karma was the ideal of the Jains and this Jain position was directly opposed by the Buddhists. After the Atman theory it was the chief principle on which the two systems differed.[৬০]

তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় ও ধর্মব্যবস্থায় যাগ, যজ্ঞ, হোম, তর্পণ, নরবলি ও পশুবলি ইত্যাদি সম্পাদন করে দেবগণের তুষ্টিসাধন করা হতো এবং এইরূপ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানব-আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ খোঁজা হতো। কিন্তু বুদ্ধ বললেন, এটা মানবমুক্তির পথ হতে পারে না। তিনি ধরলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পথ। যেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম—শাশ্বত ও অবিনশ্বর আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের নিমিত্ত নানারূপ যাগযজ্ঞ সম্পাদনে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতো, সেখানে বুদ্ধ বললেন, শুধু শাশ্বত ও অবিনশ্বর নয় পরন্তু আত্মা বলে কোন জিনিষই নেই। Dr. Thomas বলেন,

> The Vedic religion had developed on the philosophical side into the doctrine of the soul (Atman) as an ultimate reality, either as the one universal soul, or an infinity of souls involved in matter. Buddhism···denied it by asserting that there was nothing between the physical and mental elements that constitute the empirical individual[৬১]

বৌদ্ধশাস্ত্রে সৎকায় দৃষ্টি, শীলব্রত পরামর্শ, বিচিকিৎসা, কামরাগ ও অবিদ্যা এই পাঁচটীকে সং-যোজন (filters) বলে, তন্মধ্যে প্রথমটী হলো সৎকায়-দৃষ্টি বা belief in a permanent individuality. বস্তুত আত্মাকে আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই উহা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের পুঞ্জীভূত অবয়ব মাত্র। বৌদ্ধধর্মে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের সমবায়ে গঠিত মানুষের ভিতরে ও বাইরে অথবা উভয়ের অন্তর্বর্তীস্থানের কোথাও আত্মা নামে কোন অজর, অমর, শাশ্বত, অক্ষয় নিত্য, ধ্রুব, অবিপরিণামধর্মী কোন বস্তু নাই। সুতরাং আত্মার জন্মান্তরবাদও (transmigration of soul) বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃত হয়নি। এতদসত্বেও মানবের পুনর্জন্ম স্বীকার করা হয়েছে। এখানে জন্মান্তর ও পুনর্জন্ম কথা দুইটির অর্থ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জন্মান্তর কথার অর্থ—এক অবিনাশী মৃত্যুহীন আত্মার জন্ম-জন্মান্তরে দেহ থেকে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করা। অর্থাৎ এক দেহ থেকে অন্য দেহে, এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে হুবহু বা অবিকৃত অবস্থায় সংধাবিত ও সংসরিত হওয়া।

আর পুনর্জন্ম কথার অর্থ হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি প্রবাহধারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করা বা পুনরুৎপন্ন হওয়া। সতত পরিবর্তনশীল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ ছাড়া মানুষের ভিতরে অথবা বাইরে অন্য কোন নিত্য শাশ্বত বস্তু নেই যাকে আত্মীয় বস্তু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এরা অনিত্য এবং কাজে কাজেই দুঃখদায়ক (unsatisfactory)। ধর্ম্মপদে বলা হয়েছে ঃ

সব্বে সংখারা অনিচ্চাতি সদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথনিব্বিন্দতি দুকখে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।
সব্বে সংখারা দুকখাতি সদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুকখে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।
সব্বে ধম্মা অনত্তাতি সদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুকখে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া ॥[১৭]

সকল সংস্কার অনিত্য, এটা যিনি প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তিনি আর দুঃখে আকৃষ্ট হন না। ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ। সকল সংস্কার দুঃখময়, যিনি এটা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তিনি আর দুঃখে আকৃষ্ট হন না। ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ। সর্ব বস্তু অনাত্মা, যিনি এটা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তিনি আর দুঃখে আকৃষ্ট হন না, এটাই বিশুদ্ধির মার্গ।

রাজা মিলিন্দ যখন স্থবির নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন "ভন্তে, আপনি কি নামে পরিচিত?" নাগসেন উত্তরে বললেন, "আমাকে সতীর্থগণ নাগসেন বলে ডাকে। কিন্তু ইহা নাম মাত্র। ইহার কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নাই। ইহা ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র। যেমন নাগসেন, শূরসেন, বীরসেন বা সিংহসেন ইত্যাদি ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিচিত হয়। কিন্তু তথাপি ইহা বাহ্যিক সংজ্ঞা মাত্র। এইরূপ নামের কোন অন্তর্নিহিত অর্থ বা Connotation নাই।" রাজা মিলিন্দ বললেন, "যদি তাই হয়; তাহলে কে এই চীবর পিণ্ডপাত গ্রহণ করছে?" উত্তরে নাগসেন বললেন, "ইহাও পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র।" রাজা মিলিন্দ পুনরায় বললেন,"যদি আত্মাই না থাকে, তাহলে কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে?" নাগসেন উত্তর দিলেন, "নামরূপই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করছে।" "নাম" অর্থে চিত্তের চৈতসিক অবস্থা, যেমন বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। আর "রূপ" অর্থে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং এই চারি মহাভূত থেকে উৎপন্ন যাবতীয় সৃষ্টি। প্রত্যেক জীব 'নাম' ও 'রূপে'র অর্থাৎ 'মন' ও

মহাভূতের সমষ্টি।[১৭] এই নামরূপও ক্ষণিক, মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে, বরাবর একরকম কিছুতেই থাকেনা। যেমন দধির উপমা দিয়ে তিনি বোঝালেন, অর্থাৎ আজকে কোন গোয়ালার থেকে দুগ্ধ কিনে নিলে আগামীকাল সেই গোয়ালা দুধ চাইতে গিয়ে দেখল সব দধি হয়ে গিয়েছে। এতে তার দুধের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর হলো না, যদিও দধি ঐ দুগ্ধ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। বক্তব্যটা আরও একটু পরিষ্কার করে বললে এই দাঁড়ায় যে, দুগ্ধ যেমন একটু পরেই দধিতে পরিণত হয় এবং সেই দধি থেকে নবনীত হয়, আবার সেই নবনীত থেকেই ঘৃত উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাতে একদিকে যেমন বলা যায় না যে, যা দুগ্ধ তাই দধি, যা দধি তাই নবনীত, যা নবনীত তাই ঘৃত। অপর পক্ষে বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন দধি, নবনীত ও ঘৃতের সঙ্গে দুগ্ধের কোন যোগাযোগ নেই, এমন কথাও বলা যায় না। কার্যকারণধারার নিয়মে যা নিরুদ্ধ হয় এবং নিরুদ্ধ হবার ফলে যা উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে এইরূপেই ধর্মসন্ততি বা একটা প্রবাহগত যোগসূত্র (modified continuity of mental and physical phenomena) বিদ্যমান থাকে। এক নামরূপের মাধ্যমে কৃত কর্মফলেই অন্য নামরূপের উৎপত্তি হয। কিন্তু এক নামরূপের ফলে উৎপন্ন অন্য নামরূপ ঠিক হুবহু পূর্বের জিনিষও না আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষও নয় (ন চ সো ন চ অঞ্ঞো)। বৌদ্ধ ধর্মমতে, এটাই হলো মানুষের জন্মজন্মান্তরের প্রবাহ বা পুনর্জন্ম (rebirth process).

পুনশ্চ কোন লোক জনৈক বালিকাকে বিয়ে করার জন্য পণ দিয়ে বাগ্‌দান করলো, কিন্তু সেই বালিকা বড় হওয়ার পর অন্য লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। তখন যদি পূর্বোক্ত লোকটি এসে দাবী করে যে এইটা আমার বাগ্‌দত্তা বধূ যাকে তুমি বিয়ে করেছ, তাহলে কার দাবী অগ্রাহ্য হবে? উত্তর হলো, প্রথমোক্ত ব্যক্তির। কেননা, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে বালিকাকে শুল্ক দিয়ে বাগ্‌দান করেছিলো সেই মেয়ে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাহিতা পত্নী উভয়ে একই ব্যক্তি হলেও পরস্পর ভিন্ন। এইরূপে এক নামরূপ জন্মগ্রহণ করছে অন্য নামরূপ অন্তর্হিত হচ্ছে। কিন্তু দুই পরম্পরার মধ্যে একটা পরস্পর যোগসূত্র থাকলেও দুইটা ঠিক একও নহে আবার সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে (অপূব্বং অচরিমং)। যেমন পরস্পর-সংযুক্ত অবস্থায় ও প্রত্যেকটির দাহিকা

শক্তিসম্পন্ন এক সারিবদ্ধ প্রদীপের মধ্যে একটিকে প্রজ্বলিত করলে অন্যটিও প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু তাতে এমন কোন পদার্থ নাই যা একটা থেকে অপরটায় গমন করতে পারে অথচ প্রথমে প্রজ্বলিত প্রদীপটি অপরগুলিকে প্রজ্বলিত হবার জন্য সাহায্য করে মাত্র, ঠিক সেই নিয়মে বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম বা re-birth সংগঠিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি একও নহে আবার ভিন্নও নহে। Dr. Law বলেন,[১৮] "With the Buddhists, rebirth is to be conceived as Karma-santati or the continutiy of an impulse." এইপ্রকারে বৌদ্ধ ধর্মে পুনর্জন্ম সম্ভব অবিনশ্বর ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াও এবং যতদিন পর্যন্ত তৃষ্ণার ক্ষয়প্রাপ্তি না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এই পঞ্চস্কন্ধ বিভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তৃষ্ণার ক্ষয়প্রাপ্তি হলেই পঞ্চস্কন্ধেরও ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে যে উদানগাথা উদ্গীত হয়েছিল তাতেও এই ভাবটী সুপরিস্ফুট। বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এই উদান উচ্চারিত হয়েছিল :

অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক ! দিট্‌ঠোসি, পুন গোহং ন কাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকূটং বিসংখিতং,
বিসংখারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়ং অজ্ঝগা।[১৯]

এতে তিনি বলছেন, "আমি গৃহকারকের বা তৃষ্ণার খোঁজে তাকে না পেয়ে কতবার ভ্রমণ করলাম, কতবার জন্ম পরিগ্রহণ করলাম। সংসারে বার বার জন্ম গ্রহণ করা দুঃখকর। তিনি বলছেন, "হে তৃষ্ণা, (গৃহকারক) ! এইবার তোমাকে দেখেছি। তুমি দেহরূপ গৃহ আর নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার সমস্ত গৃহকূট, গৃহচূড়া, ভগ্ন হয়েছে। আমার চিত্ত সমস্ত তৃষ্ণা থেকে বিমুক্ত হয়েছে। আমি সমস্ত বিষয়ে এখন নির্লিপ্ত। আমার নির্বাণগত চিত্ত সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে।"

ভগবান বুদ্ধ তৃষ্ণাকে জন্মান্তরের কারণ বলেছেন। যেমন মূল উৎপাটিত না হলে বৃক্ষ ছিন্ন হলেও পুনরায় অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ তৃষ্ণাধার সম্পূর্ণ ছিন্ন না হলে পুনঃ পুনঃ দুঃখের আগম হয়।[২০] এই তৃষ্ণাবিমুক্ত না হলে মানব ভবসাগর পার হতে পারে না। সুতরাং এই তৃষ্ণা মানবের নির্বাণলাভের পথে অন্তরায়

সৃষ্টি করে। নির্বাণের পথে ধাবিত হতে হলে মানুষকে এই তৃষ্ণার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে হবেই। ভগবান বুদ্ধ এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে অনেক সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত হয়েছেন। জাতক কাহিনী মতে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি অনেক সুখদুঃখের সহিত পরিচিত হয়ে পরে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর শান্তি লাভ করেছেন। কথিত আছে তিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তিনি বলেছেন যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা বড়ই দুঃখকর। গৃহকারক যেমন তার বিভিন্ন সাজসরঞ্জামাদির অভাবে গৃহনির্মাণ করতে পারে না, তদ্রূপ তৃষ্ণাও তাঁর মনে আর গৃহনির্মাণ করতে পারবে না।

এটা বলাই বাহুল্য যে বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্মবাদ কর্মবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর বিশুদ্ধিমার্গে[২১] বলেছেন, "কম্মং নাম কুসলা কুসলানং চেতনা"। কর্ম চারি প্রকার, যথা (১) দিট্ঠধম্মবেদনীয়, যা এই জন্মে ফলপ্রদানকারী, (২) উপ্পাদবেদনীয়, যা পরজন্মে ফলপ্রদানকারী, (৩) অপরা-পর্যায়বেদনীয়, যা সময়ে সময়ে ফল প্রদান করে, এবং (৪) অহোসী কম্ম বা পূর্বকৃত কর্ম। অপর চারি প্রকার কর্ম হলো গুরুক, বহুল, আসন্ন এবং কট-ত্তাকর্ম। অন্য চতুর্বিধ কর্ম হলো জনক. উপত্থম্ভক, উপপত্তিয় এবং উপঘাতক কর্ম। অত্থশালিনী মতে, কর্ম তিন প্রকার, কায়কর্ম, বচীকর্ম ও মনোকর্ম। (এক্ষেত্রে বিসুদ্ধি মগ্গো ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০২—৬০৩ তুলনীয়।) কর্মের বিপাক (ripening) এবং ফল (fruit) আছে। কতকগুলি কর্মের এই জন্মেই ফল লাভ হয়। ঐগুলিকে আনন্তর্যকর্ম বলে, যথা পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, অরহৎ হত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত করণ এবং সংঘভেদ সৃষ্টি করণ। এই পঞ্চপ্রকার আনন্তর্যকর্মের ফল এই জীবনেই লভ্য।[২২] কর্মবাদ অনুসারে অষ্টাঙ্গমার্গ বা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পথ অনুশীলন করে অনাদি অবিদ্যাজাত তৃষ্ণার সমূলে বিনাশ সাধন করতঃ জন্মগতিকে (cycle of rebirth) নিরুদ্ধ করা যেতে পারে। জন্মগতি একবার নিরুদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার দুঃখের অবসান ঘটবে। সেই জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বিদ্যা বা প্রজ্ঞার আলোক আসে। এই অবিদ্যা বেদান্তের অবিদ্যা বা মায়া নয় যদ্বারা বিশ্বশক্তিরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে জগৎরূপে প্রতিভাত করাচ্ছে যা দেহে আত্মাভ্রম জন্মায়। এই অবিদ্যা আত্মার অস্তিত্ব কল্পনারূপ ভ্রম বা মিথ্যাদৃষ্টি নয় যা সম্যক দৃষ্টির পরিপন্থী। এই

অবিদ্যা চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা (ignorance)। ধর্মচক্রপ্রবর্তনসুত্রে ভগবান বুদ্ধ বলছেন, "হে ভিক্ষুগণ এ চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতার জন্যই তোমরা এবং আমি অসংখ্য জন্ম জন্মান্তরব্যাপী পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে অনেক দুঃখই ভোগ করেছি।"

রূপোপদান স্কন্ধ (Corporeal Group), বেদনুপদানস্কন্ধ (Feeling Group), সংজ্ঞাউপাদান স্কন্ধ (Perception Group), সংস্কারূপাদান স্কন্ধ (Volition Group) এবং বিজ্ঞানুপাদান স্কন্ধ (Consciousness Group) সমবায়ে গঠিত মানুষ এবং এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধগুলিকে দুঃখ বলা হয়েছে। ইহার অর্থ কিন্তু এই নয় যে স্কন্ধগুলি নিজেরাই দুঃখবিশেষ। নিজেরা এরা দুঃখ নয়, দুঃখের বাহন মাত্র (vehicle)। ভগবান বুদ্ধের মতে, যেখান থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয় সেখানে দুঃখের অবসানও হয়। সুতরাং মানবজীবন যেমন দুঃখের বাহন, তেমনি আবার সুখের বাহনও বটে। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে দুঃখবাদের বা pessimismএর কোন প্রশ্ন আসে না, যদিও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মকে একান্তই নিরাশাবাদ বা Pessimistic বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। Dr. Thomas বলেন, "Buddhism has been called pessimistic, but it is so only in the sense in which all religions are pessimistic that inculcate asceticism, and place true happiness above the pleasures of sense."[২৩] ভগবান বুদ্ধ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, যিনি এই ধর্ম বিষয়ে অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করবেন, তিনি এই জীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে পরম শান্তিপ্রদ নির্বাণ লাভ করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক জগতে এত বড় আশার কথা (Optimism) জগতে আর কোন ধর্মবেত্তা বলেছেন কিনা সন্দেহ, সবাই তো আশ্বাস দিয়েছেন যে সবই হবে মৃত্যুর পরে। সেইজন্য ধর্ম্মপদে বলা হয়েছে,

দিবাতপতী আদিচ্চো, রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতী, ঝায়ীতপতী ব্রাহ্মনো ;
অথ সব্বং অহোরত্তিং বুদ্ধো তপতী তেজসা॥[২৪]

দিনে সূর্য কিরণ দান করে, রাত্রে চন্দ্র আলো দান করে। রাজা মণিমানিক্য খচিত বিচিত্র আভরণে ও রণসজ্জায় সজ্জিত হলে প্রদীপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধ্যানে দীপ্ত হন। কিন্তু বুদ্ধ নিজ প্রজ্ঞাবলে অহোরাত্র দীপ্যমান থাকেন।

জাগতিক সকল প্রকার অস্তিত্বই সতত পরিবর্তনশীল এবং কার্যকারণসূত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তাই সবই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। এই কার্যকারণ-পরম্পরা দ্বারা উৎপত্তিকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি এই কারণটি থাকে, তবে এই ফলটি হয়। একটির সৃষ্টি হলে অপরটীরও সৃষ্টি হয়। বুদ্ধ তাঁর বোধিনেত্রে দেখতে পেলেন যে এই কার্যকারণ পরম্পরাক্রমে পূর্বজন্মের ও বর্তমান জন্মের কুশল ও অকুশল কর্মের ফলেই মানুষের নিয়ত পরিবর্তনশীল পুনর্জন্ম সংসাধিত হচ্ছে। যে ব্যক্তি বারংবার জন্মগ্রহণ করছে, তাকে যেমন ঠিক একই ব্যাক্ত বলা যায় না আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিও বলা যায় না। পূর্বেই বলেছি এই দুঃখময় পুনর্জন্মের বা সকল দুর্গতির মূলে রয়েছে অনাদি অবিদ্যাজাত তৃষ্ণা। অবিদ্যার্থে দুঃখ, দুঃখ উৎপত্তির কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখনিরোধের মার্গ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অবিদ্যাজাত কামনা-বাসনা এবং তৃষ্ণার ফলেই মানুষের জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় এবং পুনর্জন্মের কারণেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দৌমর্ণস্য, পরিতাপ, হাহাকার ইত্যাদি সমস্ত দুঃখকষ্টের উৎপত্তি। ভগবান বুদ্ধের মতে, পুনর্জন্মের তত্ত্বটি হলো কোন অবিশ্বাসী আত্মার দেহান্তর গমন নয়, পরন্তু সেটা হলো পঞ্চস্কন্ধেরই পুনর্জন্ম। এইজন্য বৌদ্ধ শাস্ত্রের সর্বত্রই এই গাথাটী দৃষ্ট হয়,

যে ধর্ম্মা হেতুপ্‌বা ভষা হেতং তেসাং তথাগতো আহ,
তেসাং যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমনো ॥[২৫]

অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম (বস্তু বা ঘটনা) হেতু থেকে উৎপন্ন, তাদের হেতু সম্বন্ধে তথাগত বলেছেন, তাদের যে নিরোধ আছে তাও তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। আচার্য বুদ্ধ ঘোষের বিসুদ্ধি মগ্‌গ মতে, সমস্ত সৃষ্টির মূলেই প্রতীত্যসম্যুৎপাদ নীতি প্রযোজ্য।

নির্বাণের প্রশ্নে বৌদ্ধরা ক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে হীনযান ও মহাযান নামে দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। নির্বাণ অনির্বচনীয়, অব্যক্ত ও অবাচ্য। বোবার সন্দেশ খাওয়ার ন্যায়। ইহা একে অপরকে বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারে না। বরং নিজ নিজ সাধনাবলেই ইহা লভ্য। কিন্তু নির্বাণ পরকালে স্বর্গলাভ নহে বা পরম ব্রহ্মোর সহিত পরমাত্মার পরিপূর্ণ মিলনসাধনও নহে বা লীন হওয়াও নহে। পরন্তু ইহা ইহজন্মেই লভ্য। কিন্তু দীপ নির্বাপিত

হ'লে যেমন কোনদিকে গেল তা' নির্ণয় করা যায় না তদ্রূপ নির্বাণের গতিও নির্ণয় করতে পারা যায় না। ধর্ম্মপদে নিম্নোক্ত উপমার সাহায্যে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

যস্সাসবা পরিক্খীনা আহারেচ অনিস্সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তোচ বিমোক্খো যস্স গোচরো,
আকাসেব সকুন্তানং পদং তস্স দুরন্বয়ং॥[২৬]

যাঁর আস্রব সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি আহার চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁর গোচরীভূত হয়েছে. আকাশে পাখী উড়ে গেলে যেমন কোন পদচিহ্ন রেখে যায় না, তদ্রূপ তাঁর গতিও নির্ণয় করতে পারা যায় না। বস্তুতঃ অসীম জিনিষকে কোন সসীম জিনিষ দিয়ে বোঝানো সম্ভবপর নয়। Sir Edwin Arnold তাঁর Light of Asia কাব্যে বলেছেন,

Measure not with words
The immeasurable nor sink the plumb
Of thought into the fathomless.
He who asks doth err. Who answers errs.
Say naught.[২৭]

নির্বাণ সৃষ্টির অতীত। ইহার আদি নাই, ইহাকে জরা স্পর্শ করে না। সুতরাং ইহা ক্ষয়হীন, ইহার উপর মৃত্যুর হাত নাই। ইহা অমৃত, নিত্য, ধ্রুব, ইহার থেকে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এজন্য ইহা অনুপম ও অনুত্তর যোগক্ষেম। ইহা সকলের উপরে এবং ইহাতে কোন বন্ধন ভয় নাই। এইজন্য ইহা ক্ষেম ও শান্তপদ অবস্থা। Dr Thomas বলেন,

The disciple neither desires the heaven of Brahma nor looks to him for help in attaining the goal. He aims at attaining the ultimately real and this is Nirvana. It is not stated in such a way that it can be identified with God, but it may be said to be feeling after an expression of the same truth.[২৮]

কবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ-কাব্যে ইহার এক সুন্দর বর্ণনা মেলে:

দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো. নৈবাবনিম্ গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্,
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ, স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি যান্তিম্,
জীবস্তনা নিবৃতিমভ্যুপেতো, নৈবাবামম্ গচ্ছতি নান্তরীক্ষম,
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ ক্লেসক্ষয়াৎ কেবলমেতি যান্তিন্।[২৯]

নির্দেশিকা

১। মজ্‌ঝিমনিকায় ২য় খণ্ড।
২। মজ্‌ঝিম-নিকায় ১/১/২।
৩। 2500 years of Buddhism, edited by P.V. Bapat, 1956, p. 341.
৪। বিসুদ্ধিমগগ, ১ম খণ্ড, সীলনিদ্দেস।
৫। E.J. Thomas, The History of Buddhist Thought, p.83, n. I.
৬। B.C. Law, Concepts of Buddhism, p.45.
৭। শ্রীমদ্ভাগবদ-গীতা, ২/২২।
৮। কৌশতকী-উপনিষৎ ২/১৫।
৯। বিনয়-পিটক, ১/১০; সংযুক্ত-নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৬৬।
১০। Quoted by Mrs. Rhys David, Psalms of the Brethren, 1913, Preface.
১১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।
১২। মজ্‌ঝিম-নিকায় ১/১; ডাঃ বেনীমাধব বড়ুয়া কৃত অনুবাদ মধ্যম-নিকায়, ১ম খণ্ড,পৃঃ ৬।
১৩। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, ৬, দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড।
১৪। দীঘনিকায় ১/২।
১৫। E.J. Thomas, The Life of Buddha as Legend and History, 2nd edition, p.203.
১৬। Ibid, p. 35.
১৭। ধম্মপদ, মগ্‌গ বগ্‌গ, ৩—৫।
১৮। Concepts of Buddhism, p. 46.
১৯। জাতক-নিদানকথা, ১/১৫।
২০। ধম্মপদ, তন্‌হাবগ্‌গ।
২১। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।
২২। Vidhusekhar Shastri, The Basic Conception of Buddhism, p. 63.
২৩। E.J. Thomas, The Life of Buddha as Legend and History, p.178, n.
২৪। ধম্মপদ, ব্রাহ্মনবগ্‌গো, ২৬।
২৫। A.B. Keith, Buddhist Philcsophy in India and Ceylon, Oxford, 1923, p. 13.
২৬। ধম্মপদ ৭/৯৩।
২৭। Sir Edwin Arnold, The Light of Asia, p. 177.
২৮। Thomas, Life of Buddha as Legend and History, p. 208.
২৯। অশ্বঘোষের সৌন্দর নন্দ কাব্য, ১৬শ সর্গ, শ্লোক ২৮—২৯।